দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ... 27 AUG 2018 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৪ ...

মন্ত্রণালয়ের আদেশ উপেক্ষা করে আড়াই বছর ধরে অধ্যক্ষ!

শাহিদুল ইসলাম সবুজ, জয়পুরহাট ●

পাঁচবিবি উপজেলার কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'বিজনেস ম্যানেজম্যান্ট ইনস্টিটিউট' (বিএমআই)-এর অধ্যক্ষ শাহিনুর রহমানের বিরুদ্ধে নানা অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। এ কারণে প্রায় ৬শ শিক্ষার্থীর পাঠদান কার্যক্রম প্রায় বন্ধের উপক্রম হয়েছে। ২০১৪ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আদেশ অমান্য করে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করছেন শাহিনুর রহমান। সম্প্রতি প্রতিষ্ঠানটির বেশিরভাগ শিক্ষক-কর্মচারী তার বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। শিক্ষার্থীরাও নিয়মিত পাঠদান থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এরই মধ্যে অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে চাকরিচ্যুতি ও প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগে প্রতিষ্ঠানটির ১২ জন শিক্ষক গত ২১ জুলাই পাঁচবিবি থানায় জিডি করেন।

২০০৪ সালে নিয়মবহির্ভূতভাবে অর্থনীতি বিষয়ে পাস করা বেগম নাছিমা সুলতানা নামে এক শিক্ষিকাকে ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে নিয়োগ দেন অধ্যক্ষ। ২০০৬ সালে ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে শাহিন আলম নামে আরও এক শিক্ষককে নিয়োগ দেন তিনি। পরে বেগম নাছিমা সুলতানার বিষয় পরিবর্তন করতে গেলে ২০০৭ সালে শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক প্রফেসর আকবর আলী খান ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক সাইফ উদ্দীন আহম্মেদ চৌধুরী প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শনে আসেন। ওই সময় জালিয়াতির বিষয়টি ধরা পড়ায় অধ্যক্ষ শাহিনুর রহমান ও প্রভাষক বেগম নাছিমার এমপিও বাতিলসহ মামলা করার নির্দেশ দেন তারা। ওই বছর ১৬ আগস্ট তৎকালীন জয়পুরহাট জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। ২০০৮ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিরীক্ষা অধিদপ্তরের প্রতিবেদনে অধ্যক্ষ শাহিনুর রহমানের 'কাম্য অভিজ্ঞতাবিহীন' নিয়োগ ও তার স্ত্রী নূরুন্নাহারের কম্পিউটার সনদ গ্রহণযোগ্য নয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

এদিকে অধ্যক্ষ-শিক্ষক কোন্দলে গত দুই মাস ধরে বেতন-ভাতা বন্ধ থাকায় অনেকটা মানবেতর জীবনযাপন করছেন ওই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক-কর্মচারীরা।

এ বিষয়ে অধ্যক্ষ শাহিনুর রহমান জানান, ম্যানেজিং কমিটি এখনো তাকে দায়িত্বে রেখেছেন বিধায় তিনি আছেন। এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নূর উদ্দীন আল ফারুক আমাদের সময়কে বলেন, বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রবিধান মালা ২০০৯-এর ৩৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অধ্যক্ষ শাহিনুর রহমানের দায়িত্ব পালন সঠিক নয়।